Aslaf Academy

# লেকচার ১৫ : মদিনায় হিজরতের প্রাক্কাল ও নবীজি (সঃ)।

## কোর্স: সিরাহ

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: আহমাদুল্লাহ আল – জামি।

# লেকচার ১৫ : মদিনায় হিজরতের প্রাক্কাল ও নবীজি(সঃ)।

## মদিনায় হিজরতের প্রাক্কাল -

তেরোতম হিজরিতে মদিনার এত বড় কাফেলা গোপনে ইসলাম গ্রহণ, আবার নবীজীকে নেতা বানানোর ও নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া — এসব ব্যাপার কুরাইশদের হিংস্রতা আরো বাড়িয়ে দেয়। তখনই নবীজি সকলকে একেক করে হিজরতের অনুমতি দিয়ে দেন। ফলে দুর্বল ও সফরে-অক্ষম মুসলিম এবং নবীজি (সঃ) আবু বকর ও আলি রাযিয়াল্লাহু আনহুমা ছাড়া মক্কায় আর কেউই বাকি ছিলো না। তাই কুরাইশদের এই সামগ্রিক আক্রোশের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হয়ে যান নবীজী।

দারুন-নদওয়ায় মিটিংয়ে বসে শীর্ষস্থানীয় সকল কাফের। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কেউ মুহাম্মদকে বন্দির পরামর্শ দিলো, কেউ বললো দেশান্তরিত করার কথা, তবে ধূর্ত লোকেরা বললো, 'এগুলোর কোনটিই করা উচিত হবে না। কেননা বন্দি করা হলে তাঁর সাহাবিরা আমাদের উপর চড়াও হবে এবং আমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর দেশান্তরিত করা হলে তা হবে আমাদের জন্য আরো ক্ষতিকর—কেননা, এমতাবস্থায় মক্কার আশপাশের সমস্ত আরবরা তাঁর আদর্শের অনুরক্ত হয়ে উঠবে এবং তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের উপর আক্রমণ করে বসবেন।

আবু জাহল জোর পরামর্শ দিলো, তাঁকে হত্যা করা হোক। হত্যা-ষড়যন্ত্রের কায়দাও সে বাতলে দিলো। বললো, এ হত্যায় প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোক অংশগ্রহণ করুক, যেন মুহাম্মদের গোত্র এ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে যায়। উপস্থিত সবাই এ প্রস্তাব পছন্দ করলো। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক নিযুক্ত করা হলো। তাদেরকে বলে দেওয়া হলো, অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন এবং তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। যে রাতে কুরাইশ কাফেররা নিজেদের হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা করলো এবং বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের চারদিক ঘেরাও করে রইলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন নবীজির চাদর মুড়ি দিয়ে তাঁরই খাটিয়ায় শুয়ে থাকেন, যাতে কাফেররা নবীজির ঘরে না থাকার ব্যাপারটি আঁচ করতে না পারে।

এরপর যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হলেন। যখন فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ এই আয়াতে পৌঁছলেন, তখন এই আয়াতটিকে তিনি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন। ফলে মহান আল্লাহ কাফেরদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দিলেন। তারা নবীজিকে দেখতে পেলো না। এভাবে নবীজি সিদ্দিকে আকবরের ঘরে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। উভয়ে বাড়ির পেছন দিকের ছোট একটি দরজা দিয়ে বের হয়ে সাওরের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থাকলেন।[1]

## মদিনার পথে নবীজি (সঃ) -

নবীজী সাওর পাহাড়ে অবস্থানকালে কাফেররা টের পেয়ে গেল যে, নবীজী তাদের চোখ ফাঁকি দিয়েছেন। আবু জাহল ক্রোধে ফেটে পড়লো। নবীজিকে ধরার জন্য তৎক্ষণাৎ চারদিকে খবর রটিয়ে দিলো। ঘোষণা করলো একশো উটের পুরস্কার। লোকেরা হন্য হয়ে খুঁজতে লাগলো নবীজিকে। কিছু পদচিহ্ন বিশারদ নবীজির পদ-চিহ্ন ধরে খোঁজ করতে করতে ঠিক ঐ গুহার পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। সামান্য একটু ঝুঁকলেই তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিষ্কার দেখতে পেতো। এ সময় হযরত সিদ্দিকে আকবর বিচলিত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' তাদের সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া বিন খলফ বলে উঠলো, 'এখানে তাঁর থাকাটা অসম্ভব।' আসলে মহান আল্লাহর নির্দেশে এই গুহার প্রবেশপথে মাকড়শা জাল বুনে রেখেছিলো এবং বন্য কবুতর কোথা থেকে এসে বাসা তৈরি করে নিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত

[1] আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ১৫৯-১৬৩/ সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৫২/হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৫৬-১৫৮

কাফেররা নবীজিকে পেলো না। নবীজি ও হযরত আবু বকর টানা তিন রাত ওই গুহায় গোপন হয়ে থাকলেন। এরপর নবীজি মদিনার পথ ধরেন। [2]

## কুবায় নবীজি (সঃ) ও মসজিদ নির্মাণ -

মদিনাবাসী যেদিন থেকে শুনতে পেয়েছিলো, নবীজি আসছেন– সেদিন থেকেই তাঁরা রোজ ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত মদিনার বাইরে 'কুবা' নামক স্থানে এসে নবীজির অপেক্ষা করতেন। এমনই একদিন বিকেলের দিকে অপেক্ষারত মদিনাবাসী ঘরে ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় এক ইহুদি হাঁক দিয়ে বললো, 'হে মদিনাবাসী, তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে, ওই তো তিনি আসছেন'। সকলে দৌড়ে আসে এবং নবীজিকে সাদর স্বাগত জানায়।

নবীজী মতান্তরভেদে ৩, ৪, ৫,১৪ বা ২৪ দিন কুবায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন—এটাই ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ। এ সময় মক্কায় রয়ে যাওয়া হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সাথে কুবায় মিলিত হয়েছিলেন।[3]

## নবীজির শহরে নবীজি (সঃ) -

সেদিন ছিলো শুক্রবার। নবীজি মদিনার অদূরে বনু সালেমের পাশে জুমা আদায় করলেন। তারপর তিনি প্রবেশ করতে শুরু করেন ইয়াসরিবের দিকে। যে শহর তাঁকে বরণ করে নিয়ে মদিনাতুন্নবি হয়ে উঠবে। নবীর শহর হয়ে ওঠার বিরল ভাগ্য নিয়ে আসা সেই দিনের মতো অভাবিত দিন মদিনা ও মদিনাবাসীর জীবনে আর আসেনি।

---

[2] হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৫৮-১৫৯

3 হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৬৫-১৬৭

রবিউল আউয়াল মাসের জুমআর দিন কুবা থেকে বিদায় নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদিনার দিকে রওনা হলেন। আনসারগণ নবীজিকে কাছে পাওয়ার অপার্থিব আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে নবীজির সওয়ারির চারপাশ ঘিরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কেউ পায়ে হেঁটে, আবার কেউ বাহনে সওয়ার হয়ে। নবীজির উষ্ট্রীর লাগাম ধরার জন্য প্রত্যেকেই সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। মদিনাবাসী খুব ধনী ছিলো না, কিন্তু এই মহান মানব, এই প্রিয় নবীজি যেন তাঁর ঘরেই অবস্থান করেন, এটা-ই ছিল প্রত্যেক আনসার সাহাবীর মনের বাসনা। নারী ও শিশুরা আনন্দে তারানা গাইছিলো। পথে যে আনসারের বাড়িই সামনে পড়তো, তিনি নবীজিকে অনুরোধ করে বলতেন, 'আমার গরিবখানায় অবস্থান করুন, হে রাসূলুল্লাহ। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা উষ্ট্রীকে নিজের মতো চলতে দাও; সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে গিয়ে নিজেই সে থেমে যাবে।' উষ্ট্রীটি সেভাবেই চলতে থাকলো। অবশেষে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাতুল বংশ বনু নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইউব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ির সামনে গিয়ে উষ্ট্রী বসে পড়েলা। নবীজি তাঁর ঘরেই মেহমান হন এবং বেশ কিছুদিন তাঁর ঘরেই অবস্থান করেন।[4]

## মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা -

মদিনায় হিজরত করার পর এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম কাজ ছিলো মসজিদে নববির নির্মাণ। আর এজন্য সে স্থানটি নির্ধারিত হলো, মদিনায় প্রবেশের সময় যেখানে সর্বপ্রথম তাঁর উটটি বসেছিলো। এ স্থানটির মালিক ছিলো দুই এতিম বালক।

[4] হায়াল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৬৮-১৭০/ সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া, পৃ: ৫৯

বালকদ্বয় নবীজিকে মসজিদ নির্মাণের জন্য সে জমি দিয়ে দিতে চাইলেও তিনি জমিটি ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করলেন এবং স্বশরীরে মসজিদের নির্মাণ-কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

নবীজি ইট-পাথর বইছিলেন আর নানা উদ্দীপনার কথা বলছিলেন। সাহাবিরা তাঁর কথায় যারপরনাই প্রাণিত হচ্ছিলেন। তাঁরাও নানা কবিতা ও উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলে নিজেদের উদ্দীপ্ত করে রাখছিলেন।

এ মসজিদেই বসতো মদিনা নামক প্রথম মুসলিম-রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনার পরামর্শসভা। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, সৈন্য পরিচালনা, সন্ধি স্থাপন, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো এই মসজিদে নববি। অধিকন্তু, এ মসজিদটি ছিলো অনেক গৃহত্যাগী ও গৃহহারা মহান সাহাবার আবাস, যাঁদের থেকে অনেক দূরে পড়ে ছিলো ধন-সম্পদ আর আত্মীয়-স্বজনের মায়াময় পরম্পরা... [5]

## শিক্ষণীয় বিষয় -

১. একটা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি যে মসজিদ, নবিজির জীবন থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই। কারণ, নবিজি কুবায় কয়েকদিন থাকলেও প্রথমে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। আবার মদিনায় এসেই মসজিদে নববী নির্মাণ করলেন। এজন্য মসজিদ নির্মাণে যারা বিরক্ত হন, তাদের শিক্ষা নেয়া উচিত এখান থেকে।

২. মসজিদ কেমন হবে? এর বাস্তব চিত্র নবিজির মসজিদ। আজকাল আমরা তো মসজিদকে অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের মতো বানিয়ে ফেলেছি। একটা নির্দিষ্ট সময়ে মসজিদ খোলা হয়, নামাজের পর আবার বন্ধ করে দেয়া হয়। অথচ, মসজিদ যে ধর্মীয় সব কাজের মূলকেন্দ্র, এটা আমরা ভুলে গেছি। আজকাল মসজিদ কমিটিতে থাকে সব দ্বীনহীন মানুষেরা। তারা যা বলে, মসজিদ ঐভাবেই চলে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

---

[5] হাযাল হাবিবু মুহাম্মদ সা. পৃ: ১৭০/ আস সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ: ১৯৯